

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

(জাতীয় পর্যটন সংস্থা)

বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ০১ মিন্টু রোড, ঢাকা-১০০০

www.tourismboard.gov.bd

স্মারক নং: ৩০.৩৩.০০০০.১১১.৬৯.০০২.২০-৪৭

তারিখ: ০৫-০৮-২০২০ খ্রি।

বিষয়: COVID-19 চলাকালে পর্যটন খাত পুনঃচালুকরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ৩০.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০০১.১৯.১৭০; তারিখ: ০১-০৮-২০২০ খ্রি. স্মারকের পত্রে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে COVID-19 চলাকালে পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা এতদ্বারা জারি করা হলো।

০২। উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ (পর্যটন খাত/উপখাত) পুনঃচালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, সেক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৫-৮-২০২০

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান

উপ-পরিচালক

ফোন: ০২ ৫৮৩১ ৫৯৫৪

ই-মেইল : saiful15701@yahoo.com

বিতরণ:

- ১। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
- ২। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।
- ৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রংপুর/চট্টগ্রাম।
- ৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।
- ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
- ৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড, বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ঢাকা।
- ৭। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
- ৮। জেলা প্রশাসক (সকল)।



MINISTRY OF CIVIL
AVIATION AND TOURISM

Bangladesh
Tourism Board
National Tourism Organization

Covid-19 চলাকালে পর্যটন শিল্প পুনঃচালুকরণের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়



ভূমিকা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহর থেকে শুরু হওয়া এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাত পর্যটন শিল্প। এতে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্বের সকল পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান। ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণাসহ বন্ধ করে দেয়া হয় সমস্ত পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র, আকাশ, সড়ক, রেল ও নৌ-পথ। ফলে বাংলাদেশের আউটবোর্ড ও ইনবোর্ড ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে; ক্ষতির সম্মুখীন হন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মী এবং এদের উপর নির্ভরশীল কমপক্ষে দেড় কোটি মানুষ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে মার্চ থেকে মে ২০২০, এই তিন মাসে ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ১৪৮৭.০২ কোটি টাকা। এই মহামারির দ্বারা পর্যটন খাতই প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, যা পুনরুদ্ধার হবে সবার শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য প্রটোকল অনুসরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ পাবলিক ফোরামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক শিষ্টাচার মেনে চলার জন্য আহবান জানিয়েছেন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এসওপি প্রণয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে এসওপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশে পর্যটকদের ভ্রমণ ও বিদেশীদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের সকল সমিতি, ট্যুর অপারেটর, ট্র্যাভেল এজেন্ট, হোটেল মালিক, রেস্টুরাঁ মালিক, বিনোদন পার্ক পরিচালনাকারীগণের অব্যাহত তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে এসওপি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ২৮ মে, ২০২০ তারিখে ২৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

SOP প্রণয়নের জন্য UNWTO ও WHO এর গাইডলাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১২ (বার) দফা স্বাস্থ্যবিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে দেশী বিদেশী পর্যটন অংশীজন ও বেসরকারি পর্যটন এসোসিয়েশনসমূহের মতামত গবেষণা ও পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এই Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়।

ইনবোর্ড এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটনে (Domestic Tourism) স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে দেশী বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য, পর্যটনের বিপণন, প্রচার ও প্রসার, পর্যটকদের আস্থা অর্জন, পর্যটনের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, সর্বোপরি পর্যটকের বাংলাদেশে ভ্রমণ ও অবস্থান নিরাপদ করার লক্ষ্যে এই এসওপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে থেকে মুক্ত হওয়ার পরও UNWTO ও WHO এর পরিবর্তিত গাইডলাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত স্বাস্থ্যবিধির ভিত্তিতে এই নির্দেশনাসমূহ অনুসরণযোগ্য হবে। এই এসওপি পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু করার নির্দেশিকা নয়, বরং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যখন পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু হবে তখন এই Standard Operating Procedure (SOP) অনুসরণ করা আবশ্যিক হবে। যেহেতু কোভিড-১৯ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা তাই আন্তর্জাতিক মান ও নিয়ম অনুসরণ করে প্রণীত এই Standard Operating Procedure (SOP) প্রতিপালন করা হলে বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা খাতসমূহের উপর দেশি-বিদেশি পর্যটকগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের পর্যটনের বিকাশ হবে।

অধ্যায় ১

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটকগণের করণীয়

বিদেশ থেকে আগত পর্যটক এবং দেশীয় পর্যটক যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করবেন তাদেরকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

- ১.১. কোনো টুরের জন্য অনলাইন বুকিং এবং অনলাইন অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করা।
- ১.২. ভ্রমণ বুকিং করার পূর্বের সমস্ত ভ্রমণ রেকর্ড সংগ্রহ এবং পরবর্তী ভ্রমণ পরিকল্পনা (Tour itinerary) সরবরাহ করা।
- ১.৩. আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) সংক্রান্ত বামেলা এড়াতে বিদেশি পর্যটকদের ভিসা নিয়ে আসা।
- ১.৪. ইনবাউন্ড পর্যটকদের ক্ষেত্রে টুর বুকিংয়ের পূর্বে ভ্রমণসূচী (দিন-তারিখসহ) এবং স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করা।
- ১.৫. ভ্রমণ করার পূর্বে সাধারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- ১.৬. চিকিৎসা প্রতিবেদন/ স্বাস্থ্য সনদ/ পিসিআর রিপোর্ট/ কোভিড-১৯ নেই মর্মে প্রমাণক সঙ্গে রাখা।
- ১.৭. বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথে SOP ব্রসিউর সংগ্রহ করা এবং পর্যটন ও স্বাস্থ্যবিধির অ্যাপস মোবাইলে ইন্সটল করা।
- ১.৮. হ্যান্ডশেক, আলিঙ্গন এড়াতে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রথা অনুযায়ী শুভেচ্ছা জানানো ও গ্রহণ করা।
- ১.৯. ভ্রমণের সময় পরিবহন আসন ব্যবস্থায় শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
- ১.১০. সেবা গ্রহণের পূর্বে সেবা সরবরাহকারী (হোটেল, রেস্তোরাঁ, স্থানীয় পরিবহন, গাইড, স্যুভেনির শপ, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান ইত্যাদি) এর কোভিড-১৯ প্রোটোকল রক্ষার সক্ষমতা যাচাই করা।
- ১.১১. যে কোন লম্বা লাইন, ভিড় এবং দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ এড়াতে টুরের সময়সূচি, প্রবেশের টিকিট, সিট, রাইড ইত্যাদি ক্রয় পূর্বেই নিশ্চিত করা।
- ১.১২. দলগত ভ্রমণের পরিবর্তে ছোট বা পারিবারিক ভ্রমণকে পছন্দ করা।
- ১.১৩. লোক সমাগম, সমাবেশ এবং অজানা গন্তব্য যেমন: স্টেশন, বাজার, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং তাদের আতিথেয়তা, স্থানীয় পরিবহন ইত্যাদি পরিহার করা।
- ১.১৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং ভ্রমণসূচী বহির্ভূত আয়োজন পরিহার করা।
- ১.১৫. ভ্রমণের আগে অথবা ভ্রমণকালে ট্রাভেল এজেন্ট এবং অন্যান্য সেবা সরবরাহকারীকে পর্যটকের জরুরি যোগাযোগ নম্বর/ অবস্থানের ঠিকানা এবং অ্যালার্জি বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিশেষ সমস্যাগুলো (যদি থাকে) শেয়ার করা।
- ১.১৬. সকল প্রকার জরুরি ওষুধ, কাগজপত্র/ যেকোন জটিল রোগের রিপোর্ট, পর্যাপ্ত নগদ অর্থ, ক্রেডিট কার্ড, পোশাক, পড়ার উপকরণ, ইনডোর গেমস এর উপকরণ (দাবা, পে-ইং কার্ড ইত্যাদি), ছাতা/ রেইন কোট উইন্ড ব্রেকার, ক্যাপ/ টুপি ইত্যাদি সঙ্গে রাখা।
- ১.১৭. কোন প্রকার বামেলা, অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এবং অজানা গন্তব্য আবিষ্কারের জন্য সম্ভাব্য দর্শনীয় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান এবং সেবা প্রদানকারীর তথ্যাবলি ইন্টারনেট, বুকলেট, ভার্চুয়াল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে সংগ্রহ করা।
- ১.১৮. অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পর্যটকের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি টুর ম্যানেজারের সাথে শেয়ার করা, ভ্রমণের সময় সমস্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে অনুরোধ করা।
- ১.১৯. ভ্রমণের সময় সেবা প্রদানকারী এবং কর্মীদের মাস্ক, ক্যাপ, ব্যক্তিগত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, লেগ পুশ ওয়েস্টবিন (পায়ে চাপ দিয়ে রাখা যায় এমন) ইত্যাদি ব্যবহার করার অনুরোধ করা।
- ১.২০. সর্বসাধারণের স্পর্শস্থান যেমন: টেবিল, ডোরলক এবং হ্যান্ডেল, কাউন্টার টেবিল, চেয়ার, চেয়ার/ টেবিল কভার, মুদ্রণ ও প্রচার সামগ্রী, রেলিং, জানালার পর্দা, খাবারের পাত্র স্পর্শ করা এড়িয়ে চলা।
- ১.২১. বুফে খাবার এড়িয়ে শারীরিক দূরত্ব কমপক্ষে সাড়ে ৩ ফিট বজায় রেখে খাবার টেবিলে বসা এবং খাবার গ্রহণ করা।
- ১.২২. স্থানীয় কোভিড-১৯ অপারেশন প্রটোকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং স্থানীয় সেবা প্রদানকারী ও কর্মীদের সহযোগিতা করা।
- ১.২৩. দেশ ত্যাগের পূর্বে আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং প্রমাণক সাথে নিয়ে যাওয়া।

অধ্যায় ২

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটন সেবা প্রদানকারীর করণীয়

বিদেশি পর্যটক এবং দেশীয় পর্যটকদের সেবা প্রদানকারী পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অংশীজন ও তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ৩০ মে, ২০২০ তারিখের ৭১০ নং স্মারকে জারীকৃত ১২ দফা স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক মান বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিতভাবে পর্যটন সেবা নিশ্চিত করা:

- ২.১. অফিস চালু করার আগে অবশ্যই অফিস কক্ষ/ আড়িনা/ রাস্তাঘাট জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ২.২. প্রতিষ্ঠানে প্রবেশপথে থার্মাল স্ক্যানার/ থার্মোমিটার দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শরীরে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশ করাতে হবে।
- ২.৩. অফিস পরিবহন অবশ্যই শতভাগ জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যানবাহনে বসার সময় ন্যূনতম ০৩ (তিন) ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সকলকে মাস্ক (সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন স্তরবিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক যা নাক ও মুখ ভালোভাবে ঢেকে রাখবে) ব্যবহার করতে হবে।
- ২.৪. সার্জিক্যাল মাস্ক শুধু একবার ব্যবহার করা যাবে, কাপড়ের মাস্ক সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।
- ২.৫. যাত্রার আগে এবং যাত্রাপথে বারবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ২.৬. খাওয়ার সময় শারীরিক দূরত্ব ন্যূনতম ০৩ (তিন) ফুট বজায় রাখতে হবে।
- ২.৭. প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ২.৮. অফিসে কাজ করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ২.৯. কর্মস্থলে সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
- ২.১০. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা প্রতিরোধে সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত মনে করিয়ে দিতে হবে এবং তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ভিজিটেশন টিমের মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ২.১১. দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্যসুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ২.১২. কোন কর্মচারীকে অসুস্থ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া, পর্যটনের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন উপখাতের সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী পর্যটকদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

অধ্যায় ৩

কোভিড ১৯ চলাকালে বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরে

পর্যটকগণের প্রবেশের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

- ৩.১. আগমনের স্থান
 - ৩.১.১. বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আগমন ও প্রস্থানের লাউঞ্জ বা টার্মিনালের সমস্ত সেবা কর্মীদের জন্য মাস্ক, ফেস শিল্ড, গগলস, ডিসপোজেবল ক্যাপ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
 - ৩.১.২. ভ্রমণকারীর দেহ, লাগেজ এবং ভ্রমণ বিষয়ক কাগজপত্র জীবাণুমুক্ত করা।
 - ৩.১.৩. পর্যটকদের প্রথম প্রবেশের স্থানে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা এবং ডিজিটাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার রাখা। আগমনের সময় স্বাস্থ্যকন্ট্রোল লক্ষণ যেমন: কাশি বা সর্দি বা শ্বাসকষ্ট সংবলিত অতিথিদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
 - ৩.১.৪. আগমন এবং প্রস্থানের সময় মানব যোগাযোগ হ্রাস করা এবং সর্বদা সর্বনিম্ন এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
 - ৩.১.৫. হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যাত্রী যেমন: শিশু, বয়স্ক যাত্রীদের সেবা প্রদানকারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা প্রতিপালন করা এবং স্যানিটাইজেশন নিশ্চিত করা।
 - ৩.১.৬. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরে ভ্রমণকারী ও পর্যটকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ফলোআপ সেন্টার স্থাপন করা।

৩.২. ইমিগ্রেশন স্থান

- ৩.২.১. পূর্ব নিরীক্ষিত মেডিকেল রিপোর্ট, পর্যটকদের ভ্রমণকৃত দেশের নামসহ ভিসা বিবরণী সংগ্রহ করা।
- ৩.২.২. পর্যটক যেখান থেকে আসছেন বা সর্বশেষ ভ্রমণকৃত দেশের নামসহ ভিসা বিবরণী সংগ্রহ করা।
- ৩.২.৩. আগত প্রত্যেক যাত্রীর কোভিড-১৯ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঘোষণা ফর্ম পূরণ নিশ্চিত করা।
- ৩.২.৪. কোভিড-১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট যাচাইপূর্বক ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হলে হোটেল, যানবাহন বা অন্য কোথাও উপস্থাপনের জন্য রিপোর্টটি যাত্রীকে ফেরত প্রদান করা।

৩.৩. লাগেজ সংগ্রহ প্রক্রিয়া

- ৩.৩.১. লাগেজ ব্যবস্থাপনাকারী কর্মীদের গ্লোভস, মাস্ক, গগলস ব্যবহার নিশ্চিত করা অথবা যাত্রী কর্তৃক লাগেজ জীবাণুনাশক পয়েন্ট থেকে নিজেই সংগ্রহ ও বহন করা।
- ৩.৩.২. লাগেজ বেন্ট, ট্রলি, ব্যাগেজ স্ক্যানার, লোডিং/ অফলোডিং অঞ্চল ইত্যাদি নিয়মিত ও সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৩.৪. ভ্রমণকারী কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ সুবিধাদি

(ওয়াশরুম, ওয়েটিং রুম, লবি, লাউঞ্জ, চেক-ইন কাউন্টার, ইমিগ্রেশন কাউন্টার, মানি এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি)

- ৩.৪.১. পানির ট্যাপ, পানির বারনা, সকল ধরনের সুরক্ষা স্ক্রিনিং অঞ্চল, যোগাযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টাচ স্ক্রিন, দরজা, হ্যান্ডেল, আসন এবং কভার, ফ্ল্যাশ ওয়াশ বেসিন, দরজার নব, বাটন, সুইচ ইত্যাদির মতো স্পর্শ পয়েন্টসহ ভ্রমণকারী কর্তৃক ব্যবহৃত স্থান যেমন: ওয়েটিং রুম, লবি, লাউঞ্জ, চেক-ইন কাউন্টার, ইমিগ্রেশন কাউন্টার, মানি এক্সচেঞ্জ স্থান নিয়মিতভাবে (প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর) জীবাণুমুক্ত ও ব্যবহারকারীদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
- ৩.৪.২. টয়লেট পেপার, টিস্যু পেপার, ড্রায়ার এবং তরল সাবান ইত্যাদির (সহজ লভ্যতা) সর্বদা নিশ্চিত করা।
- ৩.৪.৩. ক্লিনিং এজেন্টদের বা ক্লিনিং কর্মীদের কাজের গুণগত মান নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

৩.৫. ডিউটি ফ্রি শপ ব্যবহার

- ৩.৫.১. ক্রেতাগণের মধ্যে সর্বদা কমপক্ষে ০১ (এক) মিটার ব্যবধান নিশ্চিত করা এবং এ জন্য দোকানে অবস্থাকৃত ক্রেতার সংখ্যা সীমিত করা।
- ৩.৫.২. অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর ও গতিময় করতে নগদ টাকা গ্রহণ হ্রাস করা; নগদহীন বা ভার্চুয়াল পেমেণ্টে যেমন বিকাশ, নগদ, রকেট, অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উৎসাহিত করা।
- ৩.৫.৩. দোকানে প্রবেশ করার সময় হাত স্যানিটাইজ করা এবং যতটা সম্ভব স্পর্শ না করা।
- ৩.৫.৪. কেনাকাটা করার সময় বুড়ি বা ট্রলি ব্যবহারের পূর্বে হাতল স্যানিটাইজ করা।

৩.৬. পর্যটন তথ্য কেন্দ্র ও ব্যাংক

- ৩.৬.১. সকল দর্শনার্থী, কর্মী ও কাস্টমাকে ফেস মাস্ক এবং অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান নিশ্চিত করা।
- ৩.৬.২. সকল দর্শনার্থী, কর্মী ও কাস্টমারের ভ্রমণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা ব্রশিউর সরবরাহ, প্রয়োজনীয় প্রচার ও মতামত প্রদান।
- ৩.৬.৩. পর্যটন তথ্য কেন্দ্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত অডিও-ভিডিও প্রদর্শন নিশ্চিত করা।
- ৩.৬.৪. পর্যটকের স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষার সচেতনতার জন্য পর্যটন তথ্য কেন্দ্রের কর্মী কর্তৃক মোবাইল অ্যাপস ইন্সটল করা এবং হালনাগাদ পর্যটন সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ। করোনা ট্রেসার এ্যাপস ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং এটি কিভাবে পর্যটকদের নিরাপদে রাখতে পারে তা প্রচার করা।
- ৩.৬.৫. নগদ অর্থ লেনদেন হ্রাস করার জন্য ব্যাংক কর্মীগণ কর্তৃক গ্রাহকদের অন-লাইন পেমেণ্ট এবং কার্ডের মাধ্যমে অর্থ প্রদান উৎসাহিত করা।

৩.৭. নিরাপত্তা সেবা

- ৩.৭.১. পর্যটকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, গ্লোভস, স্যানিটাইজার ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৩.৭.২. পর্যটকদের পরিবহন ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা পরিষ্কার করা।
- ৩.৭.৩. আলিঙ্গন ও করমর্দন করা থেকে বিরত থাকা এবং স্পর্শহীনভাবে অভিবাদন করা।
- ৩.৭.৪. ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্তির পর পর্যটককে স্বাগত জানাতে আসা ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা।

৩.৮. সাক্ষাৎ এবং অভিবাদন

- ৩.৮.১ করমর্দন ও আলিঙ্গন এড়িয়ে চলা এবং আসসালামু আলাইকুম/ নমস্কার/ শুভ সকাল/ শুভ অপরাহ্ন/ শুভসন্ধ্যা ইত্যাদি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অভিবাদন করা।
- ৩.৮.২. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরে বিদেশি পর্যটক ও ভ্রমণকারীকে গ্রহণ করতে আসা ব্যক্তির সুরক্ষা উপরকরণ থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ৩.৯. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং নৌবন্দর কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অন্যান্য নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা।

অধ্যায় ৪

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটক পরিবহনের ক্ষেত্রে করণীয়

- ৪.১. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং নৌবন্দর থেকে পর্যটককে হোটেল বা তার গন্তব্যস্থলে স্থানান্তর
 - ৪.১.১. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং নৌবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের জন্য যানবাহন পূর্বে নির্দিষ্ট রাকা এবং যানবাহন চালক ও সেবাকর্মীদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা।
 - ৪.১.২. যাত্রীদের মধ্যে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে বসা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
 - ৪.১.৩. ভ্রমণের সময় বাধ্যতামূলকভাবে সুরক্ষা মাস্ক ও হ্যান্ড-স্যানিটাইজার ব্যবহার করা।
 - ৪.১.৪. পর্যটক ও সেবাকর্মী গাড়িতে উঠার আগে গাড়ির অভ্যন্তরে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য, এই জীবাণুনাশক যে মানসম্মত হয় তা নিশ্চিত করা।
 - ৪.১.৫. কোন পর্যটক ও সেবাকর্মী অসুস্থ হলে বা হাসপাতাল বা ডাক্তারের সহায়তার প্রয়োজন হলে দ্রুত পরিবহনের জন্য পর্যটক ও সেবাকর্মী বহনকারী গাড়ির সাথে পৃথক একটি গাড়ি রাখা।
- ৪.২. অভ্যন্তরীণ বিমান
 - ৪.২.১. বাংলাদেশ সিভিলি এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০ মে, ২০২০ তারিখে ২৩০ নং স্মারকে জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করা। <http://caab.gov.bd/circul/230.pdf>
 - ৪.৩. দেশের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য টুরিস্ট বাস, কোচ, গাড়ি এবং আন্তঃজেলা ও হাইওয়ে বাস ও অন্যান্য পরিবহন:

আন্তঃজেলা এবং মহাসড়ক বাস ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ৩১ মে, ২০২০ খ্রি. তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য টুরিস্ট বাস, কোচ ও গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করা:

 - ৪.৩.১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীভাড়া (পুনঃনির্ধারণ) করা।
 - ৪.৩.২. একজন যাত্রীকে বাস বা মিনিবাসের পাশাপাশি দুটি আসনের একটি আসনে বসিয়ে অপর আসনটি অবশ্যই ফাঁকা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৩. স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৪. মোটর রেজিস্ট্রেশনে বর্ণিত আসন সংখ্যার ৫০% তথা অর্ধেকের বেশি যাত্রী বহন করা যাবে না এবং দাড়িয়ে কোন যাত্রী বহন করা যাবে না। [স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বাস বা মিনিবাস পরিচালনা করা।] পর্যটক বহনকারী যানবাহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা:
 - ৪.৩.৫. পর্যটক ও সেবা কর্মী যানবাহনে উঠার আগে যথাযথভাবে যানবাহন পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৬. স্পর্শ করার স্থান যেমন: ডোর লক, হ্যান্ডল, উইন্ডো ক্রিন, সিট ব্যাক, হেড রেস্ট, স্টিয়ারিং, গিয়ার ইত্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৭. হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, গগলস, ডিজিটাল ইনফ্রারেড, থার্মোমিটার, প্রোটেক্টিভ অ্যাপ্রোন (ডিসপোজ যোগ্য), ডিসপোজেবল ক্যাপ, লম্বা-হাতা গাউন এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৮. ডিসপোজেবল ব্যাগ, সিট এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাক্স বিশ্বাসযোগ্য যানবাহনে রাখা নিশ্চিত করা।
 - ৪.৩.৯. জরুরি যোগাযোগের ফোন নম্বর এবং 'ডাক্তার অন কল' এবং জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শন করা।
 - ৪.৩.১০. সকল পর্যটক ও সেবা কর্মীর পূর্ব পরিকল্পিত ট্যুর প্রোগ্রাম অনুসরণ করা।
 - ৪.৩.১১. ড্রাইভার, হেল্পার, গাইড এবং সহকারীসহ সকল সেবা কর্মীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যয়ন বা পিসিআর পরীক্ষার প্রতিবেদন সঙ্গে রাখা।

- ৪.৪. পর্যটন ভেসেল (রিভার ক্রুজ, সমুদ্রতরী, ব্যাকওয়াটার ক্রুজ এবং অন্যান্য পর্যটন জাহাজ)**
- ৪.৪.১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিআইডব্লিউটিএ'র ২৯ মে, ২০২০ তারিখের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ পথে নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে নৌ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
- ৪.৪.২. মাস্টার, ড্রাইভার, সুকানি, গাইডস, সার্ভিস স্টাফ এবং টুরিস্ট ভেসেলের অন্যান্য সহায়ক কর্মীদের অবশ্যই ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪.৪.৩. প্রতিটি ভ্রমণের আগে ও পরে ভেসেল পরিষ্কার এবং অভ্যন্তরীণ ও স্পর্শ স্থান যেমন: ডোর, উইন্ডো, স্টিয়ার, হ্যান্ডেল, ডোব নব, টিভি রিমোট কন্ট্রোল, বাথরুম, টয়লেট, বৈদ্যুতিক সুইচ, রান্নাঘর, রান্নাঘরের পোশাক, ডাইনিং রুম, চেয়ার, টেবিল, খাবারের কাউন্টার, সেবার পাত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করা।
- ৪.৪.৪. জাহাজে উঠার আগে যাত্রীগণের শরীরে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।
- ৪.৪.৫. ভেসেলের মধ্যে সকল প্রকার স্বাস্থ্য সামগ্রী যেমন- স্যানিটাইজার, ফেস মাস্ক, অ্যাপ্রোন, হেয়ার ক্যাপ এবং স্প্রে মেশিন ইত্যাদির পর্যাপ্ত মজুদ রাখা।
- ৪.৪.৬. শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন ও সেবার ব্যবস্থা নতুনভাবে বিন্যাস করা।
- ৪.৪.৭. সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি জাহাজের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা।
- ৪.৪.৮. জাহাজে করোনা সন্দেহভাজন বা গুরুতর অসুস্থ যাত্রী বা কর্মচারীদের পরিচর্যার জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা রাখা।
- ৪.৪.৯. অসুস্থ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে বিধায় মাদার ভেসেলের সাথে ছোট এবং দ্রুত গতি সম্পন্ন স্পিড বোট এবং অপর একটি ভেসেল সংযুক্ত রাখা।
- ৪.৪.১০. ভেসেল কর্মী ও ক্রুদের পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির বিষয়ে সচেতনতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ৪.৫. রেলপথ পরিবহন**
- ৪.৫.১. রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ মে, ২০২০ তারিখের ১৩০ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে পর্যটকদের পরিবহন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। নির্দেশনাবলী নিম্নরূপঃ
- ৪.৫.২. যাত্রার দিনসহ পাঁচ (৫) দিন পূর্বে আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের টিকেট অনলাইনে দেয়া।
- ৪.৫.৩. সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিমিত্ত পরিচালনার জন্য অনুমোদিত সকল ট্রেনের মোট নির্ধারিত আসন সংখ্যার বিপরীতে মোট টিকেটের ৫০% আসনের টিকেট বিক্রি করতে হবে।
- ৪.৫.৪. বিক্রয়যোগ্য সকল টিকেট অবশ্যই অনলাইনে বিক্রয় করতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৪.৫.৫. আন্তঃনগর ট্রেনের সকল প্রকার স্ট্যান্ডিং টিকেট ইস্যু সম্পূর্ণভাবে রহিত বা বন্ধ করতে হবে।
- ৪.৫.৬. এ সময় সকল ক্ষেত্রে টিকেট বিক্রয়ের কাউন্টারসমূহ বন্ধ থাকবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৪.৫.৭. সকল ক্ষেত্রে প্লাটফর্ম টিকেট বিক্রয় বন্ধ থাকবে।
- ৪.৫.৮. তাপমাত্রা পরিমাপের সুবিধার্থে সকল যাত্রীকে ট্রেন ছাড়ার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) মিনিট পূর্বে স্টেশনে আগমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৪.৫.৯. প্লাটফর্মে প্রবেশকালে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে পরিমাপ করতে হবে।
- ৪.৫.১০. বৈধ টিকেটসহ যাত্রী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্লাটফর্ম ও ট্রেনে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।
- ৪.৫.১১. প্লাটফর্মে প্রবেশকালে ও ট্রেনে যাত্রী সাধারণ যাতে অবশ্যই মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪.৫.১২. সকল ট্রেনে খাবার সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
- ৪.৫.১৩. কোন অবস্থাতেই এ সকল প্লাটফর্ম ও ট্রেনে হকার, ভিক্ষুক, অনাকাঙ্ক্ষিত লোকজনকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।
- ৪.৫.১৪. ট্রেনের অভ্যন্তরে যাত্রী সাধারণ যাতে নিজ নিজ আসন গ্রহণ এবং যাত্রাকালে জরুরি কারণ ব্যতিত নিজ নিজ আসনে অবস্থান করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪.৫.১৫. ট্রেনে আহরণ ও অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট দরজা ব্যবহার করতে হবে।
- ৪.৫.১৬. যাত্রীদের নিজস্ব খাবার এবং পানি বহন করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে।
- ৪.৫.১৭. কেবিন/ বার্থ শ্রেণীতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোন বিছানা বা চাদর সরবরাহ করা যাবে না। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের বিছানা বা চাদর বহন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- ৪.৫.১৮. এ সকল ট্রেন পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ৫

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটন আবাসনের ক্ষেত্রে করণীয়

বাংলাদেশের হোটেল শিল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনের সাথে পরামর্শপূর্বক বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, হোমস্টেট, কমিউনিটি বেজড টুরিজম, গেস্ট হাউস, এয়ার বিএনবি ইত্যাদির অতিথি, পর্যটক ও কর্মচারীগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক চেইন হোটেলসমূহকে তাদের অপারেটরের প্রটোকলসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

৫.১. প্রবেশ পথ/ প্রাঙ্গন

- ৫.১.১. প্রশিক্ষিত কর্মচারী দ্বারা প্রবেশের সময় আগত ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা। উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া গেলে অতিথিকে আলাদা রুমে রাখা এবং ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা।
- ৫.১.২. ডোরম্যান এবং অন্যান্য কর্মীদের অবশ্যই ইউনিফর্মযুক্ত পোশাক ও ফেস মাস্ক পরিধান করা।
- ৫.১.৩. কোভিড-১৯ এর সন্দেহজনক অতিথিদের বিষয়ে অবিলম্বে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে অবহিত করা।
- ৫.১.৪. কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অডিও এবং ভিডিও বার্তা প্রচার ও প্রদর্শন করা।
- ৫.১.৫. হোটেলের প্রবেশ পথে জুতা জীবানুমুক্তকরণের জন্য স্যানিটাইজড ডোর ম্যাট সরবরাহ করা।
- ৫.১.৬. অতিথিদের সমস্ত লাগেজ জীবাণুমুক্ত করা।

৫.২. অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও লবি

- ৫.২.১. হোটলে চেক-ইন করার সময় বিদেশি পর্যটকের পিসিআর পরীক্ষা রিপোর্ট বা মেডিকেল রিপোর্ট সঠিকভাবে দেখে নেয়া।
- ৫.২.২. পর্যটকদের ব্যক্তিগত তথ্যাদিসহ ভ্রমণ ইতিহাস রেকর্ডপূর্বক স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশিকা সরবরাহ করা।
- ৫.২.৩. অভ্যর্থনা ডেস্কে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন: জীবাণুনাশক, টিস্যু, ফেস মাস্ক, ফেস শিল্ড, চশমা, সুরক্ষামূলক অ্যাপ্রোন, লম্বা হাতের গাউন ইত্যাদি রাখা।
- ৫.২.৪. বাংলাদেশের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আসসালামু আলাইকুম/ নমস্কার/ শুভ সকাল/ শুভ অপরাহ্ন/ শুভ বিকেল/ শুভ সন্ধ্যা এবং স্বাগতম ইত্যাদি ব্যবহার করা।
- ৫.২.৫. সমস্ত হ্যান্ডেল এবং টেবিল টপস, ওয়াক স্টেশন, চেয়ারের হাতল এবং হোটেল লবি/ সাধারণ স্থানসমূহ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.২.৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুসারে অতিথিদের ফেস মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৫.২.৭. অতিথিদের সাথে দেখা করতে আসা বহিরাগতদের প্রবেশ নিরুৎসাহিত করা। বহিরাগতকে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা।
- ৫.২.৮. স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরিবেশকদের মাধ্যমে অতিথিদের ডিসপোজেবল ঠান্ডা তোয়ালে এবং ওয়েলকাম ড্রিংক পরিবেশন করা।
- ৫.২.৯. কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে অতিথিদের চেক-ইন এবং চেক-আউট কাজ সম্পন্ন করা।
- ৫.২.১০. কাগজের ব্যবহার যথা সম্ভব কমানো।

৫.৩. লিফট

- ৫.৩.১. লিফট নিয়ন্ত্রণ বাটন এবং হাত রাখার রেলিংসমূহ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা। লিফটের কভারিং শিট নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন করা।
- ৫.৩.২. লিফট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। অপরিহার্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে লিফট ব্যবহার করা যাবে। অতিথিদের মালামাল তাদের কক্ষে পৌঁছানোর কাজে লিফট ব্যবহার করা।

৫.৪. অতিথি কক্ষ ও করিডোর

- ৫.৪.১. লবি এবং করিডোর নিয়মিত জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।
- ৫.৪.২. করিডোরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫.৪.৩. দরজার হাতল নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করা।

৫.৫. অতিথি কক্ষ সেটিং ও পরিচ্ছন্নতা

- ৫.৫.১. পরিচ্ছন্নতা ও রুম সেটিংয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীর মাস্ক এবং গ্লাভস পরিধান নিশ্চিত করা।
- ৫.৫.২. কক্ষে প্রবেশের পূর্বে জুতা জীবাণুমুক্ত করা।

- ৫.৫.৩. রিমোট কন্ট্রোল, টেলিফোন হ্যান্ডসেট, পোর্টেবল ডিভাইস, কাপ, সসার, চামচ, দরজা, জানালা, ওয়ার্ড্রোব, লকার, মিনি-ফ্রিজ, আয়না, দেয়াল, আসবাবপত্রের উপরিভাগ, মেঝে, সিলিং, টয়লেট উপকরণ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৫.৪. কক্ষে ছোট স্যানিটাইজার ও মাস্ক সরবরাহ করা।

৫.৬. রেস্টোরাঁ, ডাইনিং এবং বার

- ৫.৬.১. রেস্টোরাঁ/ ডাইনিং/ বারের দরজা খোলা রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে মাস্ক এবং গ্লাভস পরিহিত ডোরম্যান, বেলম্যান কর্তৃক করমর্দন ও আলিঙ্গন পরিহার করে বিনয়ের সাথে অভ্যর্থনা জানানো।
- ৫.৬.২. দিনের শেষে ডাইনিং, বার এলাকা, দরজা, টেবিল, চেয়ার, সার্ভিস স্টেশন ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৬.৩. নিয়মিত ব্যবহৃত কফি মেশিন, সোডা মেশিন এবং অন্যান্য মেশিনগুলি জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৬.৪. রেস্টোরাঁ কর্মীদের আবশ্যিকভাবে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার, হেডকভার ব্যবহার করাসহ সামাজিক/ ব্যক্তিগত দূরত্ব বজায় রাখা।
- ৫.৬.৫. সামাজিক/ ব্যক্তিগত দূরত্ব বিবেচনা করে রেস্টোরাঁয় বসার ব্যবস্থা করা। একই পরিবারের একাধিক সদস্য একটি বড় টেবিলে দূরত্ব বজায় রেখে বসতে পারবেন।
- ৫.৬.৬. অতিথিদের বসার পরে উষ্ণ ক্রোকারি সরবরাহ করা।
- ৫.৬.৭. ব্যবহারের আগে ও পরে মেনু কার্ড এবং বিল ফোল্ডার স্যানিটাইজ করা।
- ৫.৬.৮. নগদের পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেন উৎসাহিত করা।
- ৫.৬.৯. বুফের ক্ষেত্রে বুফে কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা নির্ধারিত পরিবেশন কর্মী দ্বারা পরিবেশন নিশ্চিত করা।

৫.৭. রান্নাঘর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- ৫.৭.১. দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, চুলা, খালাবাসন রান্নার সরঞ্জাম, স্টোর হাউস, রেফ্রিজারেটর, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদিসহ রান্নাঘর পুরোপুরি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৭.২. রান্নাঘরে কর্মরত সকল কর্মীর ফুটওয়্যার, মাস্কসহ পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম থাকা এবং খাবার পরিবেশন করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করা।
- ৫.৭.৩. খালি পাত্র/ বিন অবশ্যই ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা।
- ৫.৭.৪. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা এবং সুরক্ষামূলক গ্লাভস এবং বুট পরা।

৫.৮. বিনোদন সেবা এবং অন্যান্য সুবিধাদি

- ৫.৮.১. অতিথিদের বিনোদন ক্ষেত্রে যেমন: ডিস্কো ক্লাব, দর্শক সমেত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্পা, জিম এবং খেলার ঘর জীবাণুমুক্তকরতঃ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে খোলা রাখা।
- ৫.৮.২. কক্ষ এবং সাধারণ জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা।
- ৫.৮.৩. সুইমিং পুলের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যাদির উপরিভাগ, আসবাবপত্র, চেঞ্জ রুম, ওয়াশরুম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা এবং সকল অতিথি ও সেবা প্রদানকারী কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা।
- ৫.৮.৪. প্রতিদিন ওয়াশিং এবং লন্ড্রি সরঞ্জাম সঠিক তাপমাত্রায় পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৮.৫. ঠিকাদার এবং পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫.৯. হাউজকিপিং

- ৫.৯.১. লবি, রেস্টরুমসহ সাধারণ ব্যবহার্য স্থান নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা।
- ৫.৯.২. বারবার স্পর্শ করা হয় এমন স্থান যেমন: লাউঞ্জ, হল, করিডোর, লিফট, হাতল, বাটন, সুইচ, ডোরবেল ইত্যাদি নিয়মিত ও যথাযথভাবে জীবাণুমুক্তকরণ।
- ৫.৯.৩. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ৫.৯.৪. সকল প্রকার কাপড় (তোয়ালে, বিছানার চাদর, মাস্ক, টিস্যু ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে পরিবর্তন করা এবং ব্যবহৃত কাপড় তাৎক্ষণিকভাবে লন্ড্রিতে প্রেরণ করা।
- ৫.৯.৫. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বাস্তবায়ন করা।

৫.১০. স্পেশাল র‍্যাপিড রেসপন্স টিম

- ৫.১০.১. স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা বিষয়ে তদারকির পাশাপাশি জেলা কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটির সাথে প্রয়োজন অনুসারে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি স্পেশাল র‍্যাপিড রেসপন্স টিম গঠন করা।

অধ্যায় ৬

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটকের আনুসঙ্গিক সুবিধা ও সেবা সম্পর্কে করণীয়

- ৬.১. **রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ক্যাফেটেরিয়া, চা ও কফি স্টল**
 - ৬.১.১. খাদ্য পরিবেশন ব্যবসায় অবশ্যই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী খাদ্যমান বজায় রাখা এবং খাদ্য দূষিত হওয়া ও জীবাণু সংক্রমণ ছড়িয়ে পরা রোধ করতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
 - ৬.১.২. খাদ্য ব্যবসায়ের প্রাঙ্গনসহ রান্নাঘর এবং আসবাবপত্র ঘন ঘন স্যানিটাইজ করা।
 - ৬.১.৩. ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের অবশ্যিকভাবে মাস্ক, গ্লাভস ব্যবহার করা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জারি করা স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
 - ৬.১.৪. "জেলা/ উপজেলা কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটি", "জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি" এবং লাইসেন্স প্রদান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিক্রেতাদের আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করা।
 - ৬.১.৫. বসার ব্যবস্থাতে আবশ্যিকভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।
 - ৬.১.৬. অর্থের বিনিময়ে মাস্ক, গোগল, ক্যাপ, হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ সকল ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
 - ৬.১.৭. ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের পণ্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন অনুসরণ করা।
- ৬.২. **শপিংমল, সুপার মার্কেটস, ট্যুরিস্ট শপ ও বিচ মার্কেট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৫ মে ২০২০ তারিখের ১৮২ নং স্মারকমূলে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করা।**
 - ৬.২.১. শপিং মল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা রাখা।
 - ৬.২.২. দোকান ও শপিং মলসমূহে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পারিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধির প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।
 - ৬.২.৩. প্রতিটি শপিং মলে প্রবেশের ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘোষিত সতর্কতাপত্র গ্রহণ করতে হবে।
 - ৬.২.৪. শপিংমলে আগত যানবাহন জীবানুমুক্ত করা।
- ৬.৩. **পর্যটন এলাকার মার্চেন্ডাইজার, খুচরা বিক্রেতা, রাস্তার পাশের খাবার বিক্রেতা, ভাসমান ব্যবসা, বীচবয়দের ব্যবসা, এসএমই**
 - ৬.৩.১. ব্যবসার জায়গা ঘন ঘন (প্রতি দুই ঘন্টা পর একবার) স্যানিটাইজ করা।
 - ৬.৩.২. সকল ক্রেতা বিক্রেতার আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা।
 - ৬.৩.৩. খাবার আইটেম রান্না করা এবং খাবার পরিবেশনের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের আবশ্যিকভাবে মাস্ক, গ্লাভস, অ্যাপ্রন ব্যবহার করা এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা।
 - ৬.৩.৪. খাবার পরিবেশন করার আগে প্লেট, চামচ, গ্লাস এবং অন্যান্য পাত্র এবং ছুরি কাঁচি জীবানুমুক্ত করা। প্রয়োজনে ওয়ানটাইম খাবারপাত্র ব্যবহার ও পরিবেশ সম্মতভাবে বিনষ্ট করা।
 - ৬.৩.৫. "জেলা/ উপজেলা কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটি", "জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি" এবং লাইসেন্স প্রদান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিক্রেতাদের আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করা।
 - ৬.৩.৬. দল বেঁধে কেনাকাটা না করা এবং শিশুদের দোকানে নিয়ে যাওয়া পরিহার করা।

অধ্যায় ৭

কোভিড-১৯ চলাকালে পর্যটন আকর্ষণ পরিচালনায় করণীয়

সমুদ্র সৈকত, দ্বীপ, নদী হ্রদ, বন, চা বাগান, পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক আকর্ষণ, হেরিটেজ সাইট, ঐতিহাসিক স্থান, মানবসৃষ্ট পর্যটন কেন্দ্রসহ সকল প্রকার পর্যটন আকর্ষণ স্থানে পর্যটক প্রবেশের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে:

- ৭.১. পর্যটন আকর্ষণসমূহ চালু করার সময় সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই (SOP) এবং সরকারী স্বাস্থ্যবিধির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা।
- ৭.২. দেশিয় ও বিদেশি পর্যটকগণের পর্যটন আকর্ষণ ব্যবহারের বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশনা ও সময়সূচী উল্লেখপূর্বক অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আপডেট করা, অনলাইন বুকিং/ টিকিট সিস্টেম চালু করা ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

- ৭.৩. পর্যটন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করে সামাজিক দূরত্ব বিবেচনায় রেখে সীমিত সংখ্যক পর্যটক প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা।
- ৭.৪. সর্ব সাধারণের ব্যবহারের জায়গা নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করা।
- ৭.৫. নিরাপত্তামূলক সতর্কতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।
- ৭.৬. পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত অথবা পর্যটক কর্তৃক ব্যবহৃত সকল প্রকার যানবাহনে ধারণ ক্ষমতার ৫০% বা অর্ধেক পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন করা। প্রতিবার ভ্রমণের আগে ও পরে গাড়ি আবশ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা। চালক এবং যাত্রীদের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- ৭.৭. পর্যটক এবং হোস্টকর্মী কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সরকারী স্বাস্থ্যবিধিসহ “জেলা বা উপজেলা কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটি” এবং “জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি” প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা।
- ৭.৮. পর্যটন এলাকার দোকান, স্টল, চা স্টল, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা।
- ৭.৯. থার্মাল স্ক্রিনিং বা তাপমাত্রা পরিমাপক ও স্যানিটাইজার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা।
- ৭.১০. সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ পর্যটককে অস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা বা সংগনিরোধ জোন বা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায় ৮

কোভিড-১৯ চলাকালে বিনোদনকেন্দ্র পরিচালনায় করণীয়

খিম পার্ক, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার পার্ক, পারিবারিক বিনোদনকেন্দ্র, যাদুঘর, বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং অন্যান্য বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণ পরিচালনায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট বিনোদন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে:

৮.১. দর্শনার্থী প্রবেশের সময় করণীয়

- ৮.১.১. বিনোদন পার্কের ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করে প্রতি ৩ ফুট (১) মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এমন পরিমাণ দর্শনার্থীকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা।
- ৮.১.২. শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করার সুবিধার্থে পদচিহ্ন বা অন্য কোন চিহ্ন প্রদান ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- ৮.১.৩. অনলাইনে টিকিট বিক্রয়ের পদ্ধতি চালু করা এবং তা অনুসরণে উৎসাহিত করা।
- ৮.১.৪. দর্শনার্থী অতিথিদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ হ্রাস করার জন্য উৎসাহিত করা এবং ব্যাগ স্যানিটাইজ করে লকারে রাখা।
- ৮.১.৫. কোভিড-১৯ উপসর্গযুক্ত অতিথি বা কর্মচারীদের চিহ্নিত করা ও ফাস্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রোটোকল অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ৮.১.৬. দর্শনার্থীদের জন্য অর্ধের বিনিময়ে মাস্ক, গোগল, ক্যাপ, গ্লোভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মতো স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ৮.১.৭. কোভিড-১৯ উপসর্গ চিহ্নিত ডিজিটরের অস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা বা সংগনিরোধ জোন বা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.২. পেমেন্ট/ অর্থ লেনদেন

- ৮.২.১. অতিথিদের অনলাইন অ্যাপস এর মাধ্যমে কেনাকাটা উৎসাহিত করা। নগদ লেনদেন অপরিহার্য হলে, ঘন ঘন হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখা।
- ৮.২.২. অর্থ লেনদেনের সময় অথিতি ও কর্মীদের মধ্যবর্তী স্থানে প্লাস্টিক অথবা কাঁচের একটি ব্যারিয়ার রাখা।
- ৮.২.৩. অর্থ লেনদেনকারী কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা।

৮.৩. রাইডস, আকর্ষণ, ওয়াটার পার্ক এবং প্রদর্শনী

- ৮.৩.১. কর্মী এবং দর্শনার্থী অতিথিদের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করা।
- ৮.৩.২. বসার জায়গা এবং দেখার জানালা ঘন ঘন স্যানিটাইজ করা।
- ৮.৩.৩. শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার সুবিধার্থে প্রতিটি রাইডে দর্শনার্থীর সংখ্যা হ্রাস করা।
- ৮.৩.৪. দর্শনার্থীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের জন্য ব্যবহৃত রাইড স্টোরেজ এরিয়া স্যানিটাইজ করা।
- ৮.৩.৫. দর্শনার্থীদের পরিদর্শকালে সময় বেঁধে দেয়া এবং একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করা।

- ৮.৩.৬. দর্শনার্থীদের শারীরিক/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য রেকর্ড করা বার্তা প্রচার বা চিহ্ন প্রদান বা অন্যান্য উপায় ব্যবহার করা।
- ৮.৩.৭. পানিতে ভাসমান বা অন্যান্য পরিবহনের ক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্যদের একসাথে বহন করা।
- ৮.৩.৮. যথাযথভাবে সুইমিং/ ডেউ পুলের পানি জীবাণুমুক্ত করা।
- ৮.৩.৯. প্রতিবার ব্যবহারের পর লাইফ জ্যাকেট পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা।
- ৮.৩.১০. ডিটারজেন্ট এবং ড্রায়ার ব্যবহার করে যথাযথভাবে তোয়ালে ধোঁত করা।

৮.৪. খাদ্য, পানীয় ও ডাইনিং টেবিল

- ৮.৪.১. শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আসন হ্রাস করা। একই পরিবারের ক্ষেত্রে একসাথে বসার ব্যবস্থা করা।
- ৮.৪.২. ডাইনিং টেবিল, টেবিল পোস্ট স্ট্যান্ড এবং খাদ্য, পানীয় ও ডাইনিং টেবিল সংক্রান্ত সেবার স্থানগুলো ঘন ঘন স্যানিটাইজ করা।
- ৮.৪.৩. পুনঃব্যবহারযোগ্য মেনুর পরিবর্তে একবার ব্যবহার ও নিষ্পত্তিযোগ্য কাগজ মেনু বা মেনু চিহ্ন ব্যবহার করা।
- ৮.৪.৪. খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি গ্রহণের স্থানে অতিথিদের ভিড় কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- ৮.৪.৫. স্ট্র-প্যাকেট মোড়ানো রাখা। প্যাকেজকৃত একবার ব্যবহার্য প্লেট, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ব্যবহার বিবেচনা করা।
- ৮.৪.৬. দর্শনার্থী অতিথি সংখ্যার অনুপাতে বুফে স্টেশন স্থাপন করা।
- ৮.৪.৭. রান্নাঘর নিয়মিত পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা।
- ৮.৪.৮. ডিশ ওয়াশিং মেশিনে ডিশ, সিলভারওয়্যার ধুয়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
- ৮.৪.৯. ভেডিং মেশিন ঘন ঘন স্যানিটাইজ করা।

৮.৫. পণ্য বিক্রয়

- ৮.৫.১. দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক/ ফেস কভারিং ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা।
- ৮.৫.২. ক্রেতাগণের শারীরিক দূরত্ব যথাযথভাবে মেনে চলার সুবিধার্থে ফ্লোরে চিহ্ন দেয়া।
- ৮.৫.৩. মোড়ক, পারটিশন, ফোন, হ্যান্ডলস, নোবস, চেয়ার টেবিলের শক্ত উপরিভাগ, হাতল প্রায়শই স্পর্শ না করা।

৮.৬. গেমস এরিয়া এবং সুসজ্জিত পথ

- ৮.৬.১. অতিথিদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং সেলফ সার্ভিস স্যানিটাইজিং এর ব্যবস্থা রাখা।
- ৮.৬.২. খেলার কক্ষে খেলোয়াড়দের মধ্যে ৬ ফুট (২ মিটার) শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে গেমস মেশিন স্থাপন করা এবং পাশাপাশি গেম খেলা একই সাথে সীমিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেশিন ব্যবহার বন্ধ রাখা।
- ৮.৬.৩. খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে এবং খেলোয়াড় ও কর্মচারীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা। খেলার মেশিন পৃথককারী প্রতিবন্ধক এবং অন্যান্য উচ্চ স্পর্শকারক স্থান ঘন ঘন পরিষ্কার করা।
- ৮.৬.৪. শারীরিক দূরত্ব এবং স্যানিটেশন প্রটোকল পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে এমন গেমস, বল পুল এবং ইনফ্ল্যাটেবলগুলো পরিচালনা না করার বিষয়টি বিবেচনা করা।

অধ্যায় ৯

কোভিড-১৯ চলাকালে ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর গাইড এবং ট্যুর অপারেটরগণের করণীয়

৯.১. ট্রাভেল এজেন্ট ও ট্যুর অপারেটর

৯.১.১. অফিস ব্যবস্থাপনা

- ৯.১.১.১. অফিস এবং অফিস প্রাঙ্গণ আবশ্যিকভাবে নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
- ৯.১.১.২. সর্ব সাধারণের স্পর্শ করার মতো জায়গা যেমন-দরজা, দরজার তালা এবং হাতল, কাউন্টার টেবিল, চেয়ার, মুদ্রণ এবং প্রচারমূলক সরঞ্জাম, রেলিং, জানালার পর্দা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করা।
- ৯.১.১.৩. ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ যেমন: হ্যান্ড-স্যানিটাইজার, মাস্ক, ফেস শিল্ড, গগলস, ফাস্ট এইড বক্স, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লম্বা হাতা গাউন, ডিসপোজেবল অ্যাপ্রোন, ডিসপোজেবল টুপি, ব্যাগ/ বিন ইত্যাদির নিশ্চিত করা।
- ৯.১.১.৪. “ডাক্তার অন কল” সুবিধা এবং জরুরি যোগাযোগের ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা।
- ৯.১.১.৫. কোন ভিজিটর বা কর্মী আকস্মিকভাবে অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সম্ভব হলে পৃথক এরিয়া বা রুম নিশ্চিত করা।
- ৯.১.১.৬. সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য সেবা এলাকা/ প্রাঙ্গণসমূহ অবশ্যই সুরক্ষা নজরদারিতে রাখা।

৯.১.২. অফিস স্টাফ

- ৯.১.২.১. ট্রার পরিচালনায় সেবা প্রদানকারী কর্মীদের SOP সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত বা প্রশিক্ষিত হওয়া।
- ৯.১.২.২. অফিসে মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
- ৯.১.২.৩. কর্মীদের নিয়মিত তাপমাত্রা পরিমাপ এবং মেডিকেল চেকআপ করা এবং সক্রিয় স্বাস্থ্য বীমার অন্তর্ভুক্ত করা।
- ৯.১.২.৪. স্টাফ মুভমেন্ট লগ বুক, অফিসে আগমন-প্রস্থানের সময় ইত্যাদি সঠিকভাবে রেকর্ড করা।
- ৯.১.২.৫. স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষার নিয়মাবলি অফিসে দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শন করা।
- ৯.১.২.৬. কর্মীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কর্মস্থলে সেবাকর্মীদের জন্য ন্যূনতম ৩০ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করা।

৯.১.৩. প্যাকেজ ট্রার প্রচার এবং বিপণন পরিকল্পনা

- ৯.১.৩.১. ট্রাভেল এজেন্ট বা ট্রার অপারেটর কর্তৃক কাউন্টার-পার্টদের সাথে নিয়মিত অনলাইন যোগাযোগ রাখা।
- ৯.১.৩.২. ট্রাভেল এজেন্ট বা ট্রার অপারেটর কর্তৃক সন্ধ্যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য ওয়েবসাইট, ট্রার প্যাকেজ ও অনলাইন প্রচার সামগ্রী উন্নত করা ও পুনঃডিজাইন করা।
- ৯.১.৩.৩. অনলাইনে প্যাকেজ ট্রার বুকিং এর বিষয়ে তৎপরতা জোরদার করা।
- ৯.১.৩.৪. বুকিং কনফার্ম করার পূর্বে পর্যটকের নিকট থেকে তার অতীত ভ্রমণ রেকর্ড বা ভ্রমণ বিবরণী গ্রহণ করা।

৯.১.৪. পর্যটকের ভ্রমণ

- ৯.১.৪.১. বিদেশী পর্যটকের বাংলাদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট বা প্রমাণক এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- ৯.১.৪.২. ভ্রমণকারীর পূর্বের ভ্রমণের রেকর্ড সংরক্ষণে রাখা।
- ৯.১.৪.৩. ট্রার বুকিং নিশ্চিত করার সময় অনলাইনে বুকিং, টিকেটিং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ এবং পেমেন্ট উৎসাহিত করা।
- ৯.১.৪.৪. পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল প্রটোকল আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করা।
- ৯.১.৪.৫. বিভিন্ন স্থানে চলাচলকালে অতিথিদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করা।
- ৯.১.৪.৬. দেশের অভ্যন্তরে পর্যটক চলাচলের পূর্বে স্থানীয় প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, হোটেল, পরিবহন, চালক, গাইড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে পর্যটকের ভ্রমণ বিবরণী, ভ্রমণপথ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা।
- ৯.১.৪.৭. প্রতিটি বিক্রয়কেন্দ্র আল্ট্রা-রে নগদ গণনা মেশিন ইনস্টল করা আছে তা নিশ্চিত হওয়া।
- ৯.১.৪.৮. গ্রুপ প্যাকেজ ট্রারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সাথে সাথে পর্যটকের সংখ্যা ১০-১৫ জনের মধ্যে সীমিত রাখা।
- ৯.১.৪.৯. পর্যটক এবং সেবা প্রদানকারীর জন্য পর্যটন সাইটগুলোতে সাইট সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপডেট তথ্যসহ অডিও ভিজুয়াল উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা।
- ৯.১.৪.১০. ভ্রমণ বা যাত্রা শুরু হওয়ার পর পথিমধ্যে অন্য কোন যাত্রীর উক্ত যানবাহনে না উঠা নিশ্চিত করা।

৯.২. ট্রার গাইড বা অনুবাদক

- ৯.২.১. ট্রার চলাকালে পর্যটকদের শরীরের তাপমাত্রা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের উপসর্গ নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করা।
- ৯.২.২. পর্যটক কর্তৃক পর্যটন আকর্ষণ দেখা এবং বিনোদন উপভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মাবলি কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা।
- ৯.২.৩. সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা অন্য কোন ঘোষণা, বিবরণী, ভাষ্য ইত্যাদির জন্য ট্রার ম্যানেজার বা ট্রার/ গাইড বা অনুবাদক কর্তৃক হ্যান্ড মাইক, মাইক্রোফোন এবং হেডফোন সেট ব্যবহার করা।

অধ্যায় ১০

কোভিড ১৯ চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে আগমন ও বহির্গমনে করণীয়

প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে আগমন

- ১০.১. প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে আগমনের ক্ষেত্রে অনলাইন টিকেটিং এবং অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করা।
- ১০.২. দেশে আগমনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করা।
- ১০.৩. চিকিৎসা প্রতিবেদন/ স্বাস্থ্য সনদ/ পিসিআর রিপোর্ট/ কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত নয় মর্মে প্রমাণক সঙ্গে রাখা।
- ১০.৪. বিমান বন্দর, স্থল বন্দর, নৌ-বন্দর ও সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ এবং সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ করা।
- ১০.৫. বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে থাকা।
- ১০.৬. বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথে SOP ব্রসিউর সংগ্রহ করা এবং পর্যটন ও স্বাস্থ্যবিধির অ্যাপস মোবাইলে ইন্সটল করা।
- ১০.৭. বিমান বন্দর, স্থল বন্দর, নৌ-বন্দর ও সমুদ্র বন্দরে স্বাগত জানাতে আসা আত্মীয় স্বজনের সাথে হ্যান্ডশেক বা আলিঙ্গন না করে পরিবর্তে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রথা অনুযায়ী শুভেচ্ছা জানানো ও গ্রহণ করা।
- ১০.৮. নিজ গন্তব্যে যাওয়ার জন্য যানবাহন পূর্বে নির্দিষ্ট রাখা এবং যানবাহন, চালক ও সেবাকর্মীদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা।
- ১০.৯. বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে আবশ্যিকভাবে ফেস মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা।
- ১০.১০. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, শপিং, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান ও বিনোদন কেন্দ্রে গমন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ করা।
- ১০.১১. বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে করোনের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- ১০.১২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকা।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশ গমন

- ১০.১৩. পাসপোর্ট আবেদন অথবা রিনিউ করা, ভিসা আবেদন অথবা ভিসার মেয়াদ বর্ধিত করা, টিকেট কাটা ইত্যাদি অনলাইনে নিশ্চিত করা।
- ১০.১৪. রিজুটিং এজেন্সির সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা।
- ১০.১৫. দেশ ত্যাগের পূর্বে আবশ্যিকভাবে PCR, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং প্রমাণক সাথে নিয়ে যাওয়া।
- ১০.১৬. বিদেশে গমনেচ্ছুক বাংলাদেশি যাত্রীদের ক্ষেত্রে কোভিড ১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির বিষয়ে স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের ১৬/৬/২০২০ তারিখের ৬২০ নং অফিস স্মারকে জারীকৃত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশিকার জন্য ভিজিট করুন <http://caab.gov.bd/circul/3226.pdf>
- ১০.১৭. বিদেশে আগমনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করা।
- ১০.১৮. স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর দেশ ত্যাগের পূর্বে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবীর সাথে দেখা নিয়ন্ত্রণ করা।
- ১০.১৯. বিমান বন্দরে আসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যানবাহন জীবাণুমুক্ত করা, গাড়িতে সামাজিক দূরত্ব বাজায় রেখে আসন গ্রহণ করাসহ ড্রাইভার এবং তার নিজের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ১০.২০. ঢাকায় হোটেলে অবস্থাকালীন সময়ে হোটেল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।
- ১০.২১. বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকার বাহির থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঢাকায় অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা।
- ১০.২২. ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ যেমন: হ্যান্ড-স্যানিটাইজার, মাস্ক, ফেস শিল্ড, গগলস, ফাস্ট এইড বক্স, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লম্বা হাতা গাউন, ডিসপোজেবল টুপি ইত্যাদির নিশ্চিত করা।
- ১০.২৩. বিদেশে যাওয়ার পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় ডকুমেন্ট যেমন, পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট, বিদেশে চাকুরীর নিয়োগপত্র এবং বি এম ই টি কর্তৃক প্রদত্ত স্মার্ট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড (যদি থাকে) ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত অবস্থায় সঙ্গে রাখা।
- ১০.২৪. বিমান বন্দরের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ করা।
- ১০.২৫. বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকা।

অধ্যায় ১১

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা

১১.১. পর্যটন এবং আতিথেয়তার অংশীজন

ক্রম	অংশীজন	ভূমিকা
১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	বিদেশি ও দেশীয় পর্যটকগণের পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি প্রদান, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা নির্ধারণ, নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পর্যটক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, প্রচার, প্রমোশন ও পর্যটককে প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা প্রদান।
২	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	
৩	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	
৪	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	
৫	পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এসোসিয়েশন	
৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৭	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	
৮	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৯	পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর	
১০	এনএসআই	
১১	ট্যুরিস্ট পুলিশ	
১২	জেলা পুলিশ	
১৩	রিভারাইন পুলিশ	
১৪	কোস্ট গার্ড	
১৫	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১৬	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১৭	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	
১৮	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	
১৯	বন্দর কর্তৃপক্ষ	
২০	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ	
২১	বাংলাদেশ ব্যাংক	
২২	কাস্টমস ও এক্সাইজ	
২৩	নৌ পরিবহন অধিদপ্তর	
২৪	বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন	
২৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	
২৬	পর্যটন সম্পর্কিত কমিটি	
২৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২৮	বিমানবন্দর রেন্ট-এ-কার এসোসিয়েশন	
২৯	এটিজেএফবি/ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া	
৩০	জেলা চেম্বার অব কমার্স	
৩১	মানি এক্সচেঞ্জ	

১১.২ অফিস ব্যবস্থাপনা

১১.২.১. পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনকে বিদেশি ও দেশীয় পর্যটকগণের পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি প্রদান, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা নির্ধারণ, নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পর্যটক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, প্রচার ও প্রমোশন ও পর্যটককে প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি ও গাইডলাইন অনুসরণ করা।

১১.৩. পর্যটককে সুবিধা প্রদান

১১.৩.১. পর্যটকগণকে দ্রুত এবং নির্বিঘ্নে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং সমুদ্রবন্দরে নিয়োজিত সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকা।

১১.৩.২. পর্যটকদের আগমন এবং বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণ বিষয়ে রেকর্ড রাখা এবং তা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করা।

- ১১.৩.৩. পার্বত্য অঞ্চল, বন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত পর্যটন আকর্ষণ স্থানে ভ্রমণের অনুমতির ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন এবং অনুমোদন প্রদান পদ্ধতি চালু করা।
- ১১.৩.৪. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ এবং ইনব্যান্ড ট্যুর পরিচালনার জন্য অনলাইন সেবা চালু করা।
- ১১.৩.৫. এস ও পি (SOP) অনুযায়ী ট্যুর অপারেশন, টিকেট বিক্রয় ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়, প্রশিক্ষণ আয়োজন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ১২

কোভিড ১৯ চলাকালে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

১২.১. বাস্তবায়ন

- ১২.১.১. ট্যুর পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক এসওপি অনুযায়ী ট্যুর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি চালু করা।
- ১২.১.২. পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান বা অংশীজন কর্তৃক ট্যুর পরিচালনার ক্ষেত্রে এসওপি অনুসরণ করার বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করা।
- ১২.১.৩. বাংলাদেশে নির্বিঘ্নে ট্যুর পরিচালনার জন্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান বা অংশীজন কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি এবং এসওপি অনুযায়ী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।

১২.২. মনিটরিং

- ১২.২.১. সেবা প্রদানকারীদের কার্যাবলি মনিটরিং করার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহের সভায় ট্যুর অপারেশনকে এজেন্ডাভুক্ত করা।
- ক) উপজেলা/ জেলা/ বিভাগীয় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি
- খ) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি
- গ) জেলা/ উপজেলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটি
- ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের/ দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা
- ঙ) সৈকত পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি
- ১২.২.২. উপরে উল্লিখিত কমিটিসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে অবহিত করা।
- ১২.২.৩. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরের পর্যটন সংশ্লিষ্ট কাজ নিরীক্ষণের জন্য ফোকালা পারসন নিয়োগ করা।
- ১২.২.৪. নিরাপত্তারক্ষীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ সুবিধাদির এরিয়া নিয়মিত জীবাণুমুক্ত রাখা।
- ১২.২.৫. জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ট্যুররিজম অ্যাসোসিয়েশন, স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক পর্যটন সেবা প্রদানকারীর কার্যাবলী নিরীক্ষণ করা।

১২.৩. মূল্যায়ন

- ১২.৩.১. (SOP) নির্দেশিকা অমান্য করার ফলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী শাস্তি হতে পারে।
- ১২.৩.২. (SOP) নির্দেশিকা অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্টভাবে সেবা প্রদানের জন্য পর্যটন শিল্পের সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পুরস্কৃত করা।

অধ্যায় ১৩

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটকের প্রস্থানকালে করণীয়

পর্যটকদের প্রস্থান করার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয় অনুসরণ করা প্রয়োজন:

- ১৩.১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত নিবিড় স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি প্রস্থানকারী পর্যটকের শরীরের তাপমাত্রা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থার রেকর্ড রাখা।
- ১৩.২. বাংলাদেশে অবস্থানকালে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যটকদের সজ্ঞপ্তির মাত্রা জানার জন্য ট্যুর অপারেটর বা ট্রাভেল এজেন্ট বা আমন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে জরিপ পরিচালনা করা।
- ১৩.৩. পর্যটকদের প্রস্থানকালীন আবশ্যিকভাবে তার PCR অথবা স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ গ্রহণ করা। নির্দেশিকার জন্য ভিজিট করুন <http://caab.gov.bd/circul/3226.pdf>